কলকাতার উচ্চ আদালতে
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

বর্তমান বিচারপতি:

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ৬০৬
আলমগীর রাসেল আনোয়ার
বনাম
দুর্গেশ চন্দ্র সরকার ও অন্য

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী মোহ. কাজী সফিউল্লাহ।
রাষ্ট্রের জন্য	:	কেউ নেই।
বিপরীত পক্ষ নং ২ এর জন্য	:	কেউ নেই।
শুনানি শেষ হয়েছে	:	০৪.০৯.২০২৩
রায়দান	**:**	**২৯.০৯.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল),:

১. মালদার ৩ নং আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক কর্তৃক ২০১৮ সালের ২১ নং ফৌজদারি সংশোধনীর একটি আদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে বর্তমান পুনর্বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলা হল, ২০০৮ সালে, আবেদনকারী কিছু আর্থিক সমস্যায় পড়ার কারণে বিপরীত পক্ষ নং ১ থেকে দুবার ঋণ নিয়েছিলেন, প্রথমবার ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং পরেরবার ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ টাকা)।

৩. এই ঋণগুলি পরিশোধের জন্য, আবেদনকারী প্রতিপক্ষের অনুকূলে দুটি চেক ইস্যু করেন: চেক নং পিডাব্লিউটি ৭৯৪৮০৭, তারিখ ০৭.০১.২০০৮, ১,৫০,০০০ টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং চেক নং পিডাব্লিউটি ৭৯৪৮০৯, তারিখ ০৭.০১.২০০৮, ৩,০০,০০০ টাকা (তিন লক্ষ টাকা), উভয়ই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, কুম্ভারা শাখা, মালদা থেকে।

৪. এই চেকগুলি ব্যাংকে উপস্থাপিত হলে, উভয়ই প্রত্যাখ্যাত হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে, প্রতিপক্ষ দুটি অভিযোগ মামলা দায়ের করেন, যার নম্বর ছিল ২৭৩সি/২০০৮ এবং ২২২সি/২০০৮, এবং মোট দাবি ছিল ৪,৫০,০০০ টাকা (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) যা মালদার সম্মানিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করা হয়েছিল।

৫. দীর্ঘ সময় পরে, আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছান, যেখানে উভয় মামলার দাবিগুলি একত্রিত করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সমঝোতার অংশ হিসেবে, প্রতিপক্ষ তার মোট ৪,৫০,০০০ টাকার দাবি কমিয়ে ২,৫০,০০০ টাকায় (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) নিয়ে আসে, এই পরিমাণের মধ্যে, আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করেছেন, এবং ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা) অবশিষ্ট আছে যা এই সমঝোতার অধীনে প্রদান করতে হবে।

৬. আবেদনকারীর পক্ষের সম্মানিত আইনজীবী শ্রী মোহ. কাজি শফিউল্লাহ বলেন, অবশিষ্ট ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা) উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার অংশ, যা ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮, ১৪১, বা ১৪২ ধারার অধীনে প্রতিপক্ষের কোনো দাবির আওতায় পড়ে না। প্রতিপক্ষ আদালতে এই ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা) দাবি করে কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি এবং আবেদনকারীর পক্ষে এই পরিমাণ অর্থের কোনো চেক ইস্যু করা হয়নি, যা কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

৭. নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের প্রযোজ্যতা ৪,৫০,০০০ টাকার দুইটি চেকের ক্ষেত্রে তখনই সমাপ্ত হয়, যখন প্রতিপক্ষ তার উভয় চেকের দাবিকে একত্রিত করে ২,৫০,০০০ টাকা দাবি করতে সম্মত হন এবং পরে ১,৫০,০০০ টাকা আংশিক পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেন।

৮. অতিরিক্ত সেশন বিচারক, ৩য় আদালত, মালদা কর্তৃক ১৪.১২.২০১৮ তারিখে ক্রিমিনাল রিভিশন নং ২১/২০১৮ তে প্রণীত আদেশটি বাস্তব ও আইন উভয় ক্ষেত্রেই অটেকসই। মাননীয় পুনর্বিবেচনা আদালত এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলেন যে তিনি পক্ষগুলির মধ্যে সংঘাত নির্ধারণ করবেন, যা ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ধারা ১৩৮, ১৪১ ও ১৪২ এর অধীনে দুটি মামলার

মাধ্যমে উদ্‌ভূত হয়েছিল, মামলাগুলি আদালতে উপস্থাপিত হলে, অভিযোগকারীর (প্রত্যুত্তরকারী এখানে) কার্যকলাপের কারণে তারা তাদের মূল চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ অভিযোগকারী তথাকথিত দুটি চেকের জন্য দাবি ত্যাগ করেছিলেন, যেগুলোর অবমাননার কারণে আদালত এন.আই. আইনের অধীনে বিচার করার এখতিয়ার পেয়েছিল। পক্ষগুলির মধ্যে আপস এবং মীমাংসার মাধ্যমে দাবি পরিশোধের কারণে অপরিশোধিত পাওনা একটি দেওয়ানি দায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল, যার জন্য কোনো ফৌজদারি মামলা প্রযোজ্য নয়।

৯. মাননীয় বিচারিক আদালত একই যোগ্যতার দিকে না গিয়ে ভুলভাবে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ সংশ্লিষ্ট মামলাটি কোনওভাবেই নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর কোনও বিধান এর সাথে সম্পর্কিত নয়।

১০. উত্তরকারী ২,৫০,০০০/- টাকার বিনিময়ে সমস্ত দাবি নিষ্পত্তির জন্য আপস গ্রহণ করার পর এবং উক্ত পরিমাণের আংশিক অর্থ গ্রহণ করার পর আর এন.আই. আইনের অধীনে সুবিধা প্রাপ্তির অধিকারী নন।

১১. উত্তরকারীর ১,০০,০০০/- টাকার দাবি কোনো একটিও চেক দ্বারা আচ্ছাদিত নয় যা তিনি বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করেছিলেন, কারণ তাকে প্রদত্ত চেকগুলির কোনোটিরই মূল্যমান ১,০০,০০০/- টাকা নয়।

১২. পিটিশনারের বিরুদ্ধে উত্তরকারীর ২,৫০,০০০/- টাকার সংহত দাবি তার পূর্ববর্তী চেক ভিত্তিক দাবির সাথে মেলে না। অতএব, পিটিশনারের বিরুদ্ধে উত্তরকারীর ১,০০,০০০/- টাকার দাবি পিটিশনারকে এই অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করে না, এবং

উল্লেখিত এন.আই. আইনের কোনো ধারার অধীনে এই দাবি পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়।

১৩. অতএব, পুনর্বিবেচনাধীন রায় ও আদেশটি বাতিল করা হোক এবং পিটিশনারকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হোক।

১৪. যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত ছিল না।

১৫. বিচারিক আদালতের ০২.০২.২০১৮ তারিখের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

> *"..............পর্যালোচনা করে দেখি যে এই মামলার চেকের মূল্য ৩,০০,০০০/- টাকা। স্বীকার করা হয়েছে যে ২০১৫ সালে পক্ষগুলির মধ্যে একটি সমঝোতার চুক্তি হয়েছিল যা এই মামলার চেকের পরিমাণের চেয়ে কম। যদি উভয় পক্ষ মামলাটি নিষ্পত্তি করতে সম্মত হতেন, এই আদালতের আর কিছু বলার থাকত না। তবে এই ক্ষেত্রে অভিযোগকারী চেকের পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, এই আদালত তাকে কম অর্থে মামলা নিষ্পত্তি করতে বাধ্য করতে পারে না।*
>
> *উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্তের আবেদন মঞ্জুর করতে আমি অনিচ্ছুক................"*

১৬. উল্লেখিত আদেশটি পুনর্বিবেচনার অধীনে ১৪.১২.২০১৮ তারিখের আদেশে সেশন কোর্ট দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

১৭. নথিভুক্ত উপাদান থেকে দেখা যাচ্ছে:

i) পুনর্বিবেচনার আবেদনপত্রের পৃষ্ঠা ১২-তে ২২.১২.২০১৫ তারিখের রসিদের একটি অনুলিপি রয়েছে, যা অভিযোগকারীর স্বাক্ষরযুক্ত, যেখানে তিনি

সমঝোতা অর্থ ২,৫০,০০০/- টাকার মধ্যে থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেছেন।

ii) ০৭.০১.২০০৮ তারিখের দুটি চেক যথাক্রমে ১,৫০,০০০/- টাকা এবং ৩,০০,০০০/- টাকার।

iii) চেকটি (তারিখ উল্লেখ নেই) মেয়াদে প্রদর্শিত হয়েছিল কিন্তু অসম্মানিত হয়।

iv) স্বীকার্য যে, যদি কোনো সমঝোতা হয়ে থাকে তবে তা চেক ইস্যু এবং মেয়াদে উপস্থাপনের মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়নি।

v) দাবিকৃত সমঝোতা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সমঝোতার পরিমাণ পরিশোধিত হয়নি।

vi) চেক প্রদর্শনের তারিখে, চেকে উল্লিখিত পুরো পরিমাণটি পিটিশনারের কাছে প্রয়োজ্য এবং প্রযোজ্য ঋণ/দায় হিসাবে প্রদেয় ছিল।

১৮. *দশরথভাই ত্রিকামভাই প্যাটেল বনাম হিতেশ মাহেন্দ্রভাই প্যাটেল ও অন্য.,* ২০২২ লাইভ'ল (এসসি) ৮৩০ অনুসারে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:-

"৩০. উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের অনুসন্ধানগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(i) ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্য, চেকটি যেটি অসম্মানিত হয়েছে তা মেয়াদ বা উপস্থাপনার তারিখে একটি আইনগতভাবে প্রযোজ্য ঋণকে উপস্থাপন করতে হবে।

(ii) যদি চেকটি ইস্যু এবং মেয়াদে নগদায়নের মধ্যে চেকের ড্রয়ার অংশ বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করেন, তবে মেয়াদের তারিখে আইনগতভাবে

প্রযোজ্য ঋণ চেকের উপর উল্লিখিত পরিমাণ হবে না।

(iii) যখন চেকের উপর উল্লিখিত পরিমাণের অংশ বা সম্পূর্ণ অর্থ ড্রয়ার দ্বারা প্রদান করা হয়, এটি ৫৬ ধারা অনুযায়ী চেকে উল্লেখ করতে হবে। প্রদেয় পরিমাণসহ চেকটি অবশিষ্ট অর্থের জন্য বিনিময়যোগ্য হতে পারে, যদি থাকে। যদি প্রদেয় চেকটি মেয়াদে নগদায়নকালে অসম্মানিত হয়, তবে ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ প্রযোজ্য হবে।

(iv) ***প্রথম উত্তরকারী ঋণ গৃহীত হওয়ার পর এবং চেকটি মেয়াদে নগদায়নের আগে আংশিক অর্থ প্রদান করেছিলেন।*** *তাই চেকের বিশ লক্ষ টাকা মেয়াদের তারিখে 'আইনগতভাবে প্রযোজ্য ঋণ' ছিল না। সুতরাং, প্রথম উত্তরকারীকে অপর্যাপ্ত তহবিলের জন্য চেকটি অসম্মানিত হলে ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।*

(v) 'উল্লেখিত অর্থের' দাবির নোটিশকে এই আদালতের রায়গুলিতে চেকের পরিমাণ বলে বোঝানো হয়েছে। ১৩৮ ধারার প্রাথমিক অংশের উপাদানগুলির পাশাপাশি ১৩৮ ধারার প্রভিশনের শর্তগুলি পূরণ করতে হবে, যদিও নোটিশের ফর্মের বৈধতা সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন নেই।"

১৯. অতএব, আবেদনকারীর যুক্তি যে সমঝোতায় দাবিকৃত অবশিষ্ট পরিমাণ চেকের পরিমাণ নয় এবং এন.আই. আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে বর্তমান কার্যধারা টেকসই নয়, তা আইনানুগ নয়, **কারণ চেকটি ইস্যুর তারিখ এবং মেয়াদের তারিখের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়নি, উপস্থাপনের তারিখে, চেকের পুরো পরিমাণটি পিটিশনারের কাছে প্রযোজ্য ঋণ ও দায় হিসাবে প্রদানযোগ্য ছিল।**

২০. সেই অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা আবেদন, সিআরআর ৬০৬ অফ ২০১৯ খারিজ করা হল।

২১. মালদার ৩ নং আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক ২০১৮ সালের ২১ নং ফৌজদারি সংশোধনীর ১৪.১২.২০১৮ তারিখের আদেশ ও রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২২. আইন অনুযায়ী এগিয়ে যান।

২৩. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৪. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৫. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

২৬. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly